পল্লবী আর্ট
আল্পনা, মেহেন্দী, ওয়াল পেন্টিং, ফেব্রিক, গ্লাস পেন্টিং যত্ন সহকারে করা হয়।
বাচ্চাদের খুব যত্ন সহকারে আঁকা শেখানো হয়।
Mob. : 8240006480

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯৬৪৭৭৯১৯৮৬

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 19 ❑ 28 July, 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

নতুন পদ্ধতিতে ট্রাক বুকিং চালু, বদলের দাবিতে আন্দোলনে ট্রাক মালিক, ট্রান্সপোর্টাররা

প্রতিনিধি : সম্প্রতি রাজ্য সরকার বিদেশে পণ্য রপ্তানিকারি ট্রাকের নতুন শুড বুকিংয়ের নিয়ম চালু হওয়ায় কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কা বনগাঁর কয়েক হাজার ট্রাক মালিক ট্রান্সপোর্টারের। নতুন পদ্ধতি বদলের দাবিতে তারা আন্দোলন শুরু করেছে। সোমবার দুপুরে মহকুমা শাসক, পুলিশ সুপার, পরিবহন দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দিয়ে বিকেল থেকে পথসভা করছে। ধারাবাহিক আন্দোলন শুরু করেছে তারা।

ট্রাকচালক ও ট্রান্সপোর্টাররা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্য নিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে

ট্রাক এতদিন প্রথমে বনগাঁ কালিতলা পার্কিংয়ে আসতো। কালিতলা পার্কিং সহ শহরের তিনটি জায়গায় ট্রাকগুলি বুকিং হত। পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে পন্য রপ্তানি হতে কয়েক মাস সময় লেগে যেত। সে কারনে ভিন রাজ্যের ট্রাকগুলি স্থানীয় ট্রান্সপোর্টার, ট্রাক এবং বনগাঁর বিভিন্ন গোডাউনে পণ্য খালি করে ফিরে যেত। স্থানীয় গাড়িগুলি সেই পণ্য নিয়ে পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ রপ্তানি করতো। আর এই কাজে যুক্ত ছিল কয়েক হাজার ট্রাক মালিক। মুটে মজদুর ও ট্রান্সপোর্টার। ট্রাকগুলি পণ্য নিয়ে শহরের মধ্যে ও বিভিন্ন পার্কিংয়ে দীর্ঘদিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে শহরের মধ্যে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছিল। রপ্তানি খরচ বাড়ছিল এক্সপোর্টারদের।

কয়েক মাস আগে পেট্রাপোল বন্দরসহ পার্কিং এলাকায় ঘুরে মহকুমা শাসকের দপ্তরে একাধিক মিটিং করেন প্রশাসনের উচ্চ অধিকারীকেরা। এরপরই প্রশাসনের পক্ষ থেকে নতুন স্কট বুকিং এর সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়। ২৯শে জুন থেকে নতুন নিয়ম চালু হয়েছে। এই নিয়ম অনুযায়ী দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে বাংলাদেশে পণ্য নিয়ে যাবার জন্য এক্সপোটাররা স্লট বুকিং করতে পারবে। ফি দিতে হবে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা।

ট্রাক মালিকদের বক্তব্য, সরাসরি স্লট বুকিং করে ট্রাক বাংলাদেশে চলে গেলে স্থানীয় ট্রাক চালক ট্রান্সপোর্টার ও মজদুরদের আর কোন প্রয়োজন হবে না। ট্রান্সপোর্টার ও ট্রাক মালিক চিন্টু বিট, প্রভাস পালরা বলেন "বনগাঁর ৮০ ভাগ মানুষের জীবিকা পেট্রাপোল বন্দরের উপর নির্ভরশীল। ফলে জীবিকা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হবে কয়েক হাজার পরিবার। তাই দ্রুত আগের নিয়মে ফিরে আসতে হবে। নচেৎ আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করব।"

অভিযোগ, এ বিষয়ে সম্প্রতি একাধিক মিটিং করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ট্রাক চালক ট্রান্সপোটারদের বলা হয়েছিল, আঞ্চলিক বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে প্রশাসন বনগাঁর মানুষদের সমস্যার কথা ভাবলেন না। বনগাঁ মহকুমা, এআরটিও দেবাশীষ রায় বলেন, "দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে রপ্তানির জন্য এই ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। আমাদের কাছে স্মারকলিপি জমা পড়েছে। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।

তৃতীয় পাতায়...

ভোটের ঘোষণা বনগাঁয়, প্রার্থী বাছাই বিজেপির, তৃণমূলের দেওয়াল লিখন

প্রতিনিধি : বনগাঁ পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচনের দিন ঘোষণা করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ২১শে আগস্ট এই নির্বাচন হওয়ার কথা।

প্রসঙ্গত গত পৌরসভা ভোটে বনগাঁ পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী দিলীপ দাস। তিনি জয়ী হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই মারা যান। এর ফলে আসনটি শূন্য হয়ে যায়। সে কারণেই ওই ওয়ার্ডে আবার নির্বাচন হচ্ছে।

প্রশাসন জানিয়েছে,২৮ শে জুলাই থেকে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। চলবে ৩রা আগস্ট পর্যন্ত। এর মধ্যে অবশ্য ছুটির দিনগুলিতে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে না। আগামী ৬ই আগস্ট মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। ফলাফল ঘোষণার দিন যদিও এখনো জানানো হয়নি। এই ঘটনায় বনগাঁয় নির্বাচনের আবহাওয়া ফিরে এসেছে। সবকটি রাজনৈতিক দলই প্রার্থী দিতে তৎপরতা শুরু করেছে। প্রসঙ্গত গত পৌরসভা ভোটে ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী দিলীপ দাস। তিনি জয়ী হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই মারা যান। জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ বিজেপির হয়ে ওই ওয়ার্ড থেকে লড়াই করে প্রায় ৩০০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন।

জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ বলেন, "গত নির্বাচনে মানুষ আমাকে চেয়েছিল কিন্তু সন্ত্রাস রিগিং করে তৃণমূল ভোটে জিতেছিল। এবার তা করা সম্ভব হবে না। ফলে আমরাই জিতবো।"

পাশাপাশি এদিন ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে একাধিক কাউন্সিলরদের নিয়ে গিয়ে দেওয়ালে সিম্বল আঁকেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি গোপাল শেঠ। গোপাল বাবু বলেন, "প্রার্থি বাছাই শেষ হলে দল প্রার্থীর কথা ঘোষণা করবে। এই ওয়ার্ডের মানুষ আমাদের পাশে রয়েছে। এবার আরো বিপুল ভোটে আমরা জয়লাভ করব।"

অন্যদিকে সিপিআইএম- এর প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয় ধৃতিমান পাল এর নাম।

বিজেপি- এর মনোনীত প্রার্থী জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ

সিপিআইএম- এর মনোনীত প্রার্থী ধৃতিমান পাল

তুলির টান। ১৪ ওয়ার্ডে তৃণমূলের হয়ে দেওয়ালে দলীয় প্রতিকে রঙ করছেন চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ ছবিঃ নিজস্ব

বনগ্রাম পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন-২০২২-এর ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থীর নাম	প্রাপ্য ভোট	জয়ের ব্যবধান
তৃণমূল কংগ্রেস	দিলীপ কুমার দাস (জয়ী)	১৩৬১	
নির্দল	কবিতা বালা	৯৭৫	
বিজেপি	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ	৯৩২	৩৮৬
সিপিআই(এম)	ধৃতিমান পাল	৩৭৪	
জাতীয় কংগ্রেস	বিশ্বজিৎ ভঞ্জ	৩৫	

শাশুড়িকে অজ্ঞান করে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা নিয়ে চম্পট দিল বৌমা

প্রতিনিধি : চার মাস আগে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল ছোট বৌমা। হঠাৎই এক বন্ধুকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে শাশুড়িকে একা পেয়ে রুমালে কিছু মাখিয়ে শাশুড়ির নাকে ঠেসে ধরেছিল। শাশুড়ি জ্ঞান হারাতেই বাড়ি থেকে সোনা দানা টাকা-পয়সা নিয়ে চম্পট দিল তাঁরা। সোমবার সকাল ১১ টা নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার শিশুবাগান এলাকায়। অভিযুক্ত বৌমার নাম মুক্তি মালাকার সাহা। প্রায় ঘন্টা খানিক পর শাশুড়ি শিলারানি সাহার জ্ঞান ফিরতেই তিনি দেখেন ঘরের আলমারি

তৃতীয় পাতায়...

চালু হল পোস্টাল ডিভিশন হেল্প ডেস্ক

সায়ন ঘোষ, বনগাঁ : গ্রাহকদের পরিষেবা আরও ভালোভাবে দিতে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত পোস্টাল ডিভিশন হেল্প ডেস্ক চালু করলো। মঙ্গলবার এই হেল্প ডেস্কের উদ্বোধন করলেন বারাসত পোস্টাল ডিভিশনের সুপারিনটেনডেন্ট অরূপকুমার দাস। এই হেল্প ডেস্কে পিএলআই এবং আরপিএলআই বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে।

ডাক বিভাগে বিমা থেকে শুরু করে সঞ্চয়ের নানা প্রকল্প, চিঠি আদানপ্রদানের মতো প্রচুর রকমের পরিষেবা রয়েছে। একজন গ্রাহক ডাক বিভাগের কোনও বড় অফিসে এলে ভিড়ের মধ্যে বুঝে উঠতে পারেন না যে, কোন কাউন্টারে গেলে বা কার সঙ্গে দেখা করলে তাঁর প্রয়োজন মিটবে।

আর সেই কথা মাথায় রেখেই এবার হেল্প ডেস্ক চালু করল বারাসত পোস্টাল ডিভিশন। কর্তৃপক্ষের দাবি, রাজ্যের মধ্যে প্রথম এই ডিভিশনে এই ধরণের পরিষেবা চালু হয়। আগামীদিনে এই ডিভিশনের সমস্ত প্রধান কেন্দ্রগুলিতে এই পরিষেবা চালু করা হবে বলে জানা গেছে।

বারাসাত ডিভিশনের সুপারিনটেনডেন্ট অরূপকুমার দাস জানান, ডাকঘরে এসে গ্রাহকরা যাতে কোনওরকম হয়রানিতে না পড়েন এবং ভালোভাবে ভারতীয় ডাক বিভাগের পরিষেবা পেতে পারেন, তার জন্য ডাক বিভাগের বারাসত ডিভিশনের পক্ষ থেকে চালু করা হলো নতুন এই গ্রাহক সহায়তা কেন্দ্র।

নতুন এই গ্রাহক সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রাহকরা যাতে পোস্ট অফিসের যাবতীয় পরিষেবা যথাযথভাবে পেতে পারেন সেই ব্যবস্থাই করা হল। বারাসত কিংবা বনগাঁ অথবা বসিরহাট সবকটি বড় পোস্ট অফিসেই এবার থেকে চালু হবে নতুন এই গ্রাহক সহায়তা কেন্দ্র। যা সব সময় গ্রাহক

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)

MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ১৯ ❐ ২৮ জুলাই, ২০২২ ❐ বৃহস্পতিবার

বনসৃজন কর্মসূচী সার্থক হোক

প্রতিবছর জুলাই-আগষ্ট মাসে সারা রাজ্যে অরণ্য সপ্তাহ পালন করা হয়ে থাকে। এসময় সপ্তাহ ব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গ্রামে ও শহরে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালিত হয়। পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নির্মল রাখতে এবং মানুষ সহ সমস্ত প্রাণী জগতের একান্ত আবশ্যকীয় অক্সিজেন পর্যাপ্ত পরিমানে যোগানের নিমিত্ত বনসৃজনের একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানের অতিমারী করোনা পরিস্থিতিতে অক্সিজেনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সে কারণে দেশের সকল সচেতন মানুষেরই একান্ত কর্তব্য হওয়া উচিত ১টি গাছ কাটার পূর্বে একাধিক গাছের চারা লাগানো। কারণ একটি গাছ আজ আর একটি প্রাণ নয়; একটি গাছ এখন অনেক প্রাণ। তাই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকুলের জন্য আমাদের সকলের প্রচুর গাছ লাগানো এখান্ত কর্তব্য। কিন্তু শুধু গাছ লাগালেই চলবে না। প্রতিটি বৃক্ষচারাকে পরিচর্যা করে বড় করে তুলতে হবে। মানব শিশুকে যেমন তার মা ও অভিভাবকগণ সযত্নে লালন-পালন করে বড় করে তোলেন, তেমনি বৃক্ষশিশুগুলোকে প্রয়োজনমতো জলদান করে ও আগাছা পরিস্কার করে বড় করে তুলতে হবে। তবেই বৃক্ষরোপণ বা বনসৃজন কর্মসূচী সার্থকতা লাভ করবে। অথচ প্রতিবছর প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সরকারি উদ্যোগে লাগানো বৃক্ষচারাগুলি অযত্নে- অবহেলায় প্রাণ হারায়। যা মোটেই কাম্য নয়।

জীব বৈচিত্র রক্ষা পেলে লাভ মানুষের

নির্মল বিশ্বাস

গত সপ্তাহের পর...

হরিয়ানাতেও শুধুমাত্র নীল গাই-ই নয়, অনিষ্টকারী প্রাণী হিসেবে দেখা হচ্ছে কৃষ্ণসার হরিণকেও। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছে এই হরিণ পবিত্র প্রাণী। যে সব প্রাণীকে ভালো নজরে দেখা হয়, এমন কিছু প্রাণী অনেক আগেই অনিষ্টকারী প্রাণী হিসেবে তকমা পেয়েছে। সেটা কেবলই উত্তর ভারতেই নয়, দক্ষিণ ও মধ্য ভারতেও একই ছবি।

ভারতে কেবল বন্যপ্রাণীর সংখ্যা বেড়েছে বলেই তাদের সঙ্গে মানুষের সংঘাত তৈরি হচ্ছে তা নয়। সবচেয়ে বড় কথা হল, বন্যপ্রাণীর বসবাসের জায়গায়ও থাবা বসিয়েছে মানুষ। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল শোচনীয়ভাবে সংকুচিত করে আনা হয়েছে। এর ফলে বাধ্য হয়ে আজ চাষের জমিতে বন্যপ্রাণীরা ভাগ বসাচ্ছে। আসলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, কয়েক দশক আগেও এইসব অঞ্চলে ছিল অরণ্যভূমি। আগে দেখা যেত— মানুষের বসতির সঙ্গে অরণ্যের একটা স্বাভাবিক দূরত্ব বজায় রাখা হত, কিন্তু এখন তা প্রায়ই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বর্তমান সময়ে বন্যপ্রাণীর সঙ্গে এক প্রকার সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

যদি ধরে নেওয়া হয়, জমির আকালের দিনে পরিসর এই মুহূর্তে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বন্যপ্রাণী এবং মানুষ উভয়ের মধ্যে একটা গণ্ডি গড়ে তুলতে হবে। গ্রাম ঘিরে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া বা পরিখা খনন করা। কিন্তু এই দুটোই অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। তাই নতুন ধরণের এক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি, সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘেদের লোকালয়ে প্রবেশ আটকাতে জঙ্গলের ধার বরাবর নাইলন দড়িতে বেড়া দেওয়া হয়েছে। তার উচ্চতা বিষয়ে বারাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বন দফতর তরফে। আগে এই বেড়ার উচ্চতা ছিল ছয় ফুট, যা অতি সহজেই বাঘ লাফ দিয়ে বের হয়ে যেত। বর্তমানে সে উচ্চতা আট ফুট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এ খবর বনবিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে। সুন্দরবনের বাঘ পৃথিবীর অন্য যে কোনও বাঘেদের থেকেও বেশি হিংস্র ও শক্তিশালী। শিকার করার ক্ষেত্রেও অন্য বাঘেদের থেকেও অনেক পটু। এরা লোকালয়ে ঢুকে গরু, ছাগলের পাশাপাশি মানুষকেও আক্রমণ করতে ছাড়ছে না। ফলে ক্রমাগত এই ঘটনার চাপ থেকে ক্ষোভ বাড়ছিল সুন্দরবনের জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে। তবে এই জাল আরও উঁচু করলে সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে বলে ধারণা করছেন বনদপ্তর।

তবে তামিলনাড়ু সহ বেশ কিছু জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগে তারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। আবার হাতির হাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য উত্তরবঙ্গে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। যে সব অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই, সেখানে এই বিদ্যুৎ বেড়া সৌরশক্তি চালিত হতে পারে। এই রকম বেড়া বসানো হয়েছে অনেক জায়গায়। তবে কিছু কিছু অঞ্চলে ফসলের ক্ষতির কারণে চাষিদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি আরও ঝামেলার। কেন না, এরই মাঝখানে দালালদের দৌরাত্ম্য অবস্থাকে আরও ঘোরালো করে তুলছে।

সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন এবার বন্যপ্রাণীদের স্বভাব বোঝার কাজে। আমাদের সকলের মনে রাখতে হবে, এই পৃথিবীতে শুধু মানুষের নয়, বন্য প্রাণীদেরও অধিকার রয়েছে। তাদের সেই অধিকার রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে হবে মানুষকে। এই পৃথিবীর জীব বৈচিত্র্যকে বাঁচাতে পারলে আখেরে লাভ হবে মানুষেরই। **সমাপ্ত...**

উদ্বোধন হলো বিজ্ঞান ভবন "বীক্ষণাগার"

শৈশব চন্দ্র দাস : সম্প্রতি নহাটা উচ্চ বিদ্যালয়ে উদ্বোধন হলো বিজ্ঞান ভবন, যার নামকরণ করা হয়েছে "বীক্ষণাগার"। উদ্বোদন করেন সরকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক (বনগ্রাম মহকুমা) শ্রী তপন কুমার বাড়ুই।

এদিন বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, শিক্ষিকা ছাত্ররা উপস্থিত ছিল। বিজ্ঞান ভবনটিকে দেখার জন্য ক্লাস ৫ম থেকে ৭ম শ্রেণির ছাত্রদের আগ্রহ ছিলো চোখে পড়ার মতো। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ বৈদ্য জানান, এই ভবনটি হওয়াতে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের আরো উন্নয়ন ঘটবে।

গোবরডাঙ্গায় রবীন্দ্রনাট্য সংস্থার শিশু নাট্য কর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল রবীন্দ্রনাট্য সংস্থার উদ্যোগে গত ১৮ জুলাই থেকে স্থানীয় কুঠিপাড়া এফপি বিদ্যালয়ে সাড়ম্বরে শুরু হল শিশু শিক্ষার্থীদের নিয়ে একমাস ব্যাপী নাটকের এক কর্মশালা। কর্মশালার দায়িত্বে রয়েছেন বিশিষ্ট নাট্যকর্মী স্মৃতি চক্রবর্তী, অতনু রায়, রুমকি দে ও স্বাগত দাস।

পৌরসভার অন্তর্গত পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশু শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত গুণাবলীর উদ্ভাবন করাই এই কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য বলে মন্তব্য করেন সংস্থার কর্ণধার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। খেলাচ্ছলে ছোট ছোট পড়ুয়াদেরকে নাট্যচর্চায় আগ্রহী করে তোলার প্রয়াস চালাচ্ছে প্রশিক্ষকগণ।

নাট্য পরিচালক বিশ্বনাথবাবু জানান, একমাস ব্যাপী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষনার্থীদের নিয়ে একটি নাটক নির্মান করা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া বালিকা বিদ্যালয় ও ঠাকুরনগরের রামচন্দ্রপুর পঞ্চীমঙ্গল বিদ্যাপীঠে নাটকের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে চাঁদপাড়ায় মিছিল কংগ্রেসের

সংবাদদাতা ঃ রাজ্য জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীদের সীমাহীন দুর্নীতি। স্কুল সার্ভিস ও কলেজ সার্ভিস কমিশনে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অযোগ্যদের শিক্ষকতায় নিয়োগ ইত্যাদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা

ব্যানার্জীর পদত্যাগের দাবিতে পথে নামল গাইঘাটার জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। দলের গাইঘাটা ব্লক-২ কমিটির সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়ের নেতৃত্বে ২৭ জুলাই দলীয় কর্মী সমর্থকগণ চাঁদপাড়া বাজার এলেকা পরিক্রমা করে, পরে সকলে কিছু সময়ের জন্য জাতীয় সড়ক যশোর রোড অবরোধ করে দুর্নীতি গ্রস্থ তৃণমূল সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে 'চোর ধরো, জেল ভরো' স্লোগান তোলেন। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে মিছিলে সামিল হন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শান্তিময় চক্রবর্তী, কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী, সুব্রত নারায়ণ শূর, বীরেশ ভৌমিক প্রমুখ।

বিষয়- বিজ্ঞান
ইলেকট্রনিক্সের বিভিন্ন প্রয়োগের ক্ষেত্রে

অজয় মজুমদার

ইলেকট্রনিক্স এর বিভিন্ন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কারিগরি জ্ঞান যতই সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে লাগলো, ভালবের কতকগুলো ব্যবহারিক অসুবিধা বিজ্ঞানিদের ততই ভাবিয়ে তুলতে লাগলো।

প্রথমতঃ ভাল্বের আয়তন বেশ বড়সড়ো। ছোটখাটো যন্ত্রে এর ব্যবহার অসুবিধাজনক। দ্বিতীয়তঃ কাচের আধার যুক্ত হওয়ায় ভাল্ব সহজেই ভেঙে যায়। তৃতীয়তঃ ভাল্বকে কার্যকরী করে তুলতে হলে ক্যাথোডকে উত্তপ্ত করতে হয় যখন, তখন সমস্ত যন্ত্রটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এছাড়া এই উত্তাপ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট তড়িৎ শক্তি ব্যয় হয়।

ভাল্বের এই অসুবিধাগুলো আমেরিকার বেল- টেলিফোন ল্যাবরেটরিতে দূর হল ট্রানজিস্টার আবিষ্কারের ফলে। ১৯৪৭ সালে উইলিয়াম শকলে ও তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীরা ট্রানজিস্টার আবিষ্কার করলেন। ট্রানজিস্টার সাধারণত জার্মেনিয়াম অথবা সিলিকনের কেলাস দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। ইলেকট্রনিক ভাল্বের প্রায় সব কাজই এই ট্রানজিস্টার করতে পারে। অথচ এর আয়তন ভাল্বের চেয়ে অনেক কম। আবার খুব কম তড়িৎ শক্তিতে ট্রানজিস্টার কার্যকারী হয় বলে একে অপ্রয়োজনীয় তাপ কম উৎপন্ন হয়, তড়িৎশক্তি কম ব্যয় হয়। এ ছাড়া ট্রানজিস্টার দিয়ে খুব ছোট হালকা যন্ত্র তৈরি করা যায়। সেইসব যন্ত্র স্থানান্ত রিত করাও সহজ হয়। আবার কাচের আধার নেই বলে ট্রানজিস্টার ভাল্বের তুলনায় মজবুত বটে ও ট্রানজিস্টরের এই সব সুবিধা থাকায় এ দিয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি রেডিও ও টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্র শ্রবণ সহায়ক (হিয়ারিং এইড), রেকর্ড প্লেয়ার ও আরও অনেক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে।

ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে মানব সভ্যতা এগিয়ে গেছে অনেকখানি। পেস-মেকার নামে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি (দেশলাই বাক্সের আয়তন যতটা) ইলেকট্রনিক যন্ত্র মানুষের অনিয়মিত হৃদস্পন্দনকে নিয়মিত করে হৃদরোগীকে দিনকাল বাঁচিয়ে রাখে। ইলেকট্রনিকের দৌলতেই পাওয়া গেছে লেসার রশ্মি, যা ধাতব পাতকে তীব্র উত্তাপে গলিয়ে ফেলতে পারে। কম্পিউটার যন্ত্র ব্যবহার করে কত জটিল হিসাব নিকাশ যে আজকাল নিমেষে নির্মূল ভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিবিদ্যার এক বিস্ময় এই কম্পিউটার।

এ ভিন্ন হাজার হাজার কিলোমিটার দূর থেকে ক্ষেপণাস্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব

হয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে। শত্রুপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত হানার আগেই ইলেকট্রনিক যন্ত্র দ্বারা চালিত ক্ষেপণাস্ত্র পাঠিয়ে শত্রুপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্রকে মাঝপথে ঘায়েল করাও সহজসাধ্য হয়েছে এর দৌলতে। মহাকাশ যানে চড়ে মানুষ চাঁদের বুকে পদার্পণ করে নিরাপদে আবার ফিরে এসেছে এই মাটির পৃথিবীতে। মানুষের এই দুঃসাহসিক অভিযানের প্রতিটি পদক্ষেপে তাকে সাহায্য করেছে ইলেকট্রনিক্স। এমন কি ইলেকট্রনিক এর প্রতিটি প্রয়োগের ফিরিস্তি দিতে গেলে তালিকা মস্ত বড় হয়ে যাবে।

অনেক উন্নত হওয়া সত্ত্বেও তড়িৎ বিজ্ঞানের এই নবীন শাখায় গবেষণা চলছে পৃথিবীর সব দেশে। অদূর ভবিষ্যতে ইলেকট্রনিক্সের আরো অনেক বিচিত্র ব্যবহারের কথা মানুষ জানতে পারবে। সেদিন এর সাহায্য নিয়ে দাবারু গুটি চালাচ্ছেন দেখে কিংবা এক ভাষার বই অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হওয়াটা আজ স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গোবরডাঙা আকাঙ্খার সার্থক সেমিনার ও নাট্যানুষ্ঠান

সঞ্জিত সাহা ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল আকাঙ্খা গত ১৭ জুলাই নাট্য আলোচনা ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে। এদিন অপরাহ্নে সংস্থার মহলাকক্ষে অনুষ্ঠিত সেমিনারে, 'থিয়েটার মঞ্চে এবং দর্শকাসনে তরুন প্রজন্মের অভাব' শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশ গ্রহন করেন বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক শুভাশিস সরকার ও সংস্কৃতি প্রেমী প্রধান শিক্ষক অশোক পাল। বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ঝুমা সাহার কণ্ঠে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের ছয় ছাড়া' কবিতা আবৃত্তির মধ্যেদিয়ে নাট্য আলোচনার সূচনা হয়।

স্বাগত ভাষণে সংস্থার কর্ণধার দীপাঙ্ক দেবনাথ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর সবিতা দাস ও রত্না বিশ্বাস, নাট্যব্যক্তিত্ব প্রতাপ সেন, প্রবীণ সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ।।

সংস্থার সদস্যগন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। নাট্য আলোচনা শেষে আকাঙ্খা প্রযোজিত শুভাশিস সরকার রচিত এবং দীপাঙ্ক দেবনাথ নির্দেশিত নতুন নাটক অংশী এবং সৌরভ দাস নির্দেশিত পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সকলের ভালো লাগার নাটক হারজিত মঞ্চস্থ হয়। নাটক দুটি সমবেত দর্শক মন্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী সাধনা মজুমদারের সঞ্চালনায় আকাঙ্খা আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে ।

সার্বভৌম সমাচার
পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
https://www.sarbabhaumasamachar.in/

প্ল্যাস্টিক ক্যারিব্যাগ বর্জনে উদ্যোগী গাইঘাটা হাই স্কুল কর্তৃপক্ষ

নীরেশ ভৌমিকঃ জেলা প্রশাসনের নির্দেশানুযায়ি ক্ষতিকারক প্ল্যাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যাবহার বন্ধ করতে উদ্যোগ গ্রহন করে গাইঘাটা হাই স্কুল কর্তৃপক্ষ। গত ২১ জুলাই প্রধান শিক্ষক অলোক সরকারের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের এক সচেতনতা মিছিল গাইঘাটা বাজার এলেকা ও স্থানীয় বেনীমাধব বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন ঠাকুরনগর সড়ক পরিক্রমা করে। মিছিলের পুরোভাগে বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ গায়ে জড়িয়ে বৃক্ষ সেজে আমাকে বাঁচানোর আবেদন সকলের নজর কাড়ে। প্রধান শিক্ষক অলোক বাবু জানান, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিদ্যালয়ের ছাত্র- ছাত্রী সহ এলেকার সাধারন মানুষজনকে পরিবেশের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক প্ল্যাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার এবং সেই সঙ্গে এলেকার প্রাকৃতিক পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নির্মল করে তুলতে আরো বেশি বেশি করে বৃক্ষরোপন এর আহ্বান জানাতে আমাদের এই কর্মসূচী। বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক রামকৃষ্ণ মজুমদার জানান, এই কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করে তুলতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আলোচ্য বিষয়ের উপর পোস্টার তৈরি ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা করানো হয়েছে। এলেকাবাসী গাইঘাটা হাই স্কুল কর্তৃপক্ষের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

অসুস্থ সোনিয়া গান্ধীকে ইডির জেরার প্রতিবাদে বনগাঁ শহর কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ।

গাছ লাগানো বড় কথা নয়, পরিচর্যা করে বড় করে তোলাই বড় কথা

নীরেশ ভৌমিক ঃ প্রতিবছরই বর্ষার সময়ে রাজ্য সরকারের বন বিভাগ, স্থানীয় প্রাশাসন, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সড়কের ধারে, খেলার মাঠের পাশে, সরকারি ও খাস জমিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে প্রচুর সংখ্যক বৃক্ষ চারা সরকারি উদ্যোগে রোপন করা হয়ে থাকে।

গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়া অঞ্চলে বিগত বৎসরে ১৭৬ নং বুথ এলাকায় স্থানীয় কিশলয় সংঘ সংলগ্ন স্থান থেকে ঢাকুরিয়া কালীবাড়িরেল গেট অভিমুখে পাকা রাস্তার ধারে বেশ কয়েক হাজার টাকা ব্যয়ে বেশ কয়েকটি দেবদারু গাছের চারা লাগানো হয়। গাছের গোড়ায় ছোট- ছোট কয়েকটি বাঁশের চটায় মশারির নেট দিয়ে ঘিরেও দেওয়া হয়। কিন্তু নিয়মিত পরিচর্যার অভাবে একে একে সব বৃক্ষচারাগুলির মৃত্যু ঘটে। বর্তমানে সেই রাস্তার ধারে একটি মাত্র দেবদারু বৃক্ষের চারা অযত্নে অবহেলায় না মতে, সেই কর্মসূচীর প্রমাণ ধরে রেখেছে। অন্যদিকে ঢাকুরিয়া হাই স্কুলের প্রাচীরের ধারে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যর উদ্যোগে বেশ কয়েক হাজার টাকা ব্যয়ে কয়েকটি দামি বৃক্ষের চারা রোপন করা হলেও বর্তমানে তার একটির ও চিহ্ন নেই। পরিচর্যার অভাবে কারণের সেগুলো মৃত্যুবরণ করেছে। চলতি মাসে অরন্য সপ্তাহে বনদপ্তর বহু বৃক্ষ চারা সাধারণ মানুষজনকে বিনা মূল্যে বিতরন করবে। নিজেরাও বহু বৃক্ষ চারা রোপন করবে। তাই বলা চলে শুধু বৃক্ষ শিশু রোপন করাই বড় কথা নয়। প্রতিটি বৃক্ষ চারাকে যত্ন করে পরিচর্যা করে বড় করে তোলাই বড় কথা।

ছাত্রীকে লাগাতার ধর্ষণ, ধৃত শিক্ষক

প্রতিনিধি : নবম শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্রীকে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগে এক প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষককে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ওই ছাত্রী ও তার পরিবারের অভিযোগ পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে তাকে গ্রেফতার করেছে। গোপালনগর থানা এলাকার ঘটনা।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত শিক্ষক অলীক বিশ্বাস। বিবাহিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। পাশাপাশি গৃহ শিক্ষকতাও করেন। চলতি বছর জানুয়ারি মাস থেকে তাঁর বাড়িতে ইংরেজি বিষয়ে টিউশনি পড়তে যেত ওই নাবালিকা ছাত্রী। অভিযোগ, ওই ছাত্রীকে ফাঁকা ঘরে একা পেয়ে বেশ কয়েকবার ধর্ষণ করে শিক্ষক। দিন কয়েক ধরে ছাত্রী মানসিক অবসাদে ভুগছিল। হতাশাগ্রস্ত বিষণ্ণ অবস্থায় দেখে পরিবারের লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে ছাত্রী। ঘটনার কথা খুলে বলে পরিবারকে। এরপরই বৃহস্পতিবার বিকালে গোপালনগর থানার দ্বারস্থ হয় পরিবার। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ পকসো ধারায় মামলা রজু করে ধৃত শিক্ষককে নিজেদের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে শুক্রবার বনগাঁ মহাকুম আদালতে পাঠিয়েছে।

গোবরাপুর আরেক থিয়েটারের নাট্য কর্মশালা

সংবাদদাতা ঃ গত ২০ জুলাই বুধবার চাঁদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একদিনের নাট্য কর্মশালা হয়ে গেল গোবরাপুর আরেক থিয়েটারের তত্ত্বাবধানে।

নাট্য কর্মশালা পরিচালনা করেন রূপালী বিশ্বাস, সুকান্ত শর্মা, সুজিত দত্ত, কর্মশালার মূল বিষয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তপন কুমার দাস বলেন, পাঠ্য বইয়ের শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের আমাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করাটাও জরুরী। এই ধরনের কর্মশালার মাধ্যমে সেটা আরও সহজ হবে

অমৃক সিংহ, সাথী মিস্ত্রী, রাখী পাইন, তৃষা বসু, অর্ণব চ্যাটার্জী, অর্ঘজ্যোতি মল্লিক, মৌ বিশ্বাস। বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই কর্মশালায় যোগদান করেছিল। দলের কার্যবাহী সম্পাদক অমৃক সিংহ জানান, থিয়েটার গেমের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের থিয়েটারের প্রাথমিক ধারণা এবং শিক্ষায় থিয়েটার কীভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এটাই ছিল বলেই বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এটা আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালা শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা কতটা নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ করতে পারল তার নমুনা হিসেবে একক ও দলগতভাবে সবাই প্রদর্শন করে দেখাল নাচ, গান, ছোট নাটক। এবং আরেক থিয়েটারের পক্ষ থেকে নাট্য কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে শংসাপত্র প্রদান করা হলো।

মছলন্দপুর ইমন মাইমের সার্থক প্রযোজনা নৃত্যনাট্য আলিবাবা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙার শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে সম্প্রতি মঞ্চস্থ হয় মছলন্দপুরের ইমন মাইম সেন্টার প্রযোজিত নতুন গীতি নাট্য আলিবাবা। চিরপরিচিত আরব্যরজনীর কাহিনীটিকে সর্ব সাধারনের মতো করে রচনা করেছে ক্ষিরোধ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ যা বিখাত শিল্পীর কণ্ঠে অডিও হিসেবে ধরে রেখেছে সারেগামা এইচ এম ডি। সে প্রযোজনাটিকে চলতি মাসেই এক অনন্য আঙ্গিকে পরিবেশন করে মছলন্দপুরের ইমন মাইমের কুশীলবগন, আল্পনা সরকারের নৃত্য পরিকল্পনায় ও বিশিষ্ট মুকাভিনেতা ধীরাজ হওলাদারের নির্দশনায় মূকাভিনয় ও নৃত্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে মঞ্চ সফল প্রযোজনা আলিবাবা। নৃত্যনাট্যটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা জীবন অধিকারী।। নৃত্যনাট্যে ধনপতি মন্ডলের আলোক পরিকল্পনা এক বিশেষ মাত্রা দান করেছে। শরীরি অভিনয় ও আলোর কাজের যৌথ প্রচেষ্টায় আলিবাবার গুহা থেকে শুরু করে সমস্ত স্থান, কাল ও পরিবেশ দর্শকদের কছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রযোজনার পোষাক পরিকল্পনা দর্শকদের নজর কড়ে। আলিবাবার গুহা আবিষ্কার, দস্যুদলের রত্ন গুহায় প্রবেশ থেকে শুরু করে ছদ্মবেশে আলির বাড়িতে দস্যু সর্দারের আগমন এবং শেষে মর্জিনার হাতে সর্দারের মৃত্যু, এছাড়া আবদাল্লা, মর্জিনা ও চর্মকার মোস্তাফার মধ্যকার খুনসুটি ইত্যাদি দৃশ্যগুলি নির্দেশকের নির্দেশনা, সেই সঙ্গে সকল কলাকুশলীগনের অনবদ্য অভিনয় নৃত্য নাট্যটিকে সকল দর্শকের মনের মণিকোঠায় পৌঁছে দিয়েছে। সকল কুশীলবগণ মঞ্চে সাবলীল অভিনয় করেছেন, বিশেষ করে আলিবাবার চরিত্রে কমল মন্ডল, মর্জিনা নিকিতা সরকার, আবদাল্লা চরিত্রে বিষ্ণু রায়,কাশেমের ভূমিকায় সুখেন্দু বিশ্বাস, মুস্তাফা চরিত্রানুযায়ি অভিনয় সমবেত দর্শক মন্ডলীর প্রশংসা কুড়িয়েছেন। নাট্যাভিনেত্রী দীপা ব্রহ্ম নাটকটি দেখে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন, চিরকালের চেনা আরব্য রজনীর কাহিনী এবং অতি পরিচিত এই অডিওটি নিয়ে এমন এনার্জি ও সাবলীল অভিনয় দর্শক সাধারনের প্রশংসা লাভ করে।

শহীদ রঞ্জিত দাস স্মরণ

নীরেশ ভৌমিকঃ অতিমারী করোনার ব্যাপক প্রকোপ থাকায় বিগত দুই বছর কলকাতার ধর্মতলায় ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই এর শহীদ তর্পন ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর বিশাল জনসভা স্থগিত থাকায় বনগাঁ মহকুমার গাইঘাটায় ব্লকের শিমুলপুর অঞ্চলের সিংজল গ্রামের বাসিন্দা শহীদ রঞ্জিত দাসের শহীদ তর্পন বেশ সাড়ম্বরেই অনুষ্ঠিত হয়। দলের উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন, দলনেতা বনগাঁর প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল শেঠ, দলীয় বিধায়ক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস সহ বহু বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

এবারের ২১জুলাই কলকাতায় শহীদ স্মরণে বিশাল জন সমাবেশের আহ্বান থাকায় দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এবারে আর সিংজল গ্রামে না এসে কলকাতার সভায় রওনা হন। তবে সিংজলের বাসিন্দা শহীদ রঞ্জিত দাস স্মরণ যে একেবারেই হয়নি তা নয়। এদিনে সকালেই দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সিংজল বাজার সংলগ্ন শহীদ রঞ্জিতের স্মৃতি বেদীত ফুল- মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শহীদ স্মরণে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সভাপতি শিক্ষক সঞ্জয় ঘোষ, স্থানীয় শিমুলপুর অঞ্চলের পঞ্চায়েত প্রধান সীমা দাস, সদস্য অমিত দাস,অভিজিৎ মজুমদার সহ প্রয়াত রঞ্জিত দসের পরিবারের লোকজন। গ্রামবাসী ভুবন চক্রবর্তী জানান, গ্রামের মানুষজনও শহীদ রঞ্জিত দাসের স্মৃতি বেদীতে ফুল-মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

চালু হল পোস্টাল ডিভিশন হেল্প ডেস্ক

প্রথমপাতার পর...

পরিষেবায় নিয়োজিত থাকবে।

নতুন গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র চালু হলে একদিকে যেমন মানুষ সুষ্ঠুভাবে পোস্ট অফিসের বিভিন্ন স্কিমগুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন, অন্যদিকে তেমনি পরিষেবা পেতে কোনওরকম অসুবিধা হলে সহজেই তা আধিকারিকদের নজরে আনতে পারবেন বলেই বিশ্বাস ডিভিশনাল সুপারিনটেনডেন্ট অরূপ কুমার দাসের।

সোনা-দানা, টাকা-পয়সা নিয়ে চম্পট দিল বৌমা

প্রথম পাতার পর

ভাঙা। সমস্ত কিছু নিয়ে গিয়েছে বৌমা। তিনি ছোট ছেলে শংকর সাহাকে নিয়ে বনগাঁ থানার দারস্থ হয়েছেন।

পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, শিলারানির তিন ছেলে। দুই ছেলে চায়ের দোকান রয়েছে ও ছোট ছেলে শংকর একটি দোকানে কাজ করেন। শঙ্করের বছর চারেক আগে গোপালনগর থানার পাল্লা এলাকার মুক্তির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তার একটি ছেলে সন্তান রয়েছে। মাস চারেক আগে হঠাৎই বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় মুক্তি। তারপর বনগাঁ থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছিল শংকর। এদিন সকাল দশটা নাগাদ হঠাৎই মুক্তি এক বন্ধুকে নিয়ে বাড়িতে আসেন। সে সময় শিলা দেবীর স্বামী ছেলেরা কেউ বাড়ি ছিলেন না। শিলা দেবী বলেন, "নাতির স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আমি রান্না করছিলাম। ছোট বোমা হঠাৎ বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে কথা বলছিল। কথা বলতে বলতে বৌমা ও তার বন্ধু আমার নাকে কিছু মাখানো রুমালটা ঠেসে ধরে। আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে জ্ঞান ফিরতেই দেখি ওরা নেই। ঘরে গিয়ে দেখি আলমারি ভাঙা, শোকেস খোলা, ঘরের সমস্ত সোনা-দানা টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়েছে। এরপর ছেলেদের ফোন করে ডাকি।

ছোট বাচ্চা ছেলের গহনাগুলিও নিয়ে গিয়েছে। যাওয়ার সময় একটি ছোট ব্যাগ ফেলে গিয়েছে।" ছেলে শংকর সাহা বলেন, "আমার স্ত্রী চার মাস আগে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছে। এদিন ওর সঙ্গে যে ছেলেটি এসেছিল সে একটি ব্যাগ ফেলে গিয়েছে। তার মধ্যে বিভিন্ন নথিপত্রের জেরক্স কপি রয়েছে। আমরা গরীব মানুষ। অনেক কষ্ট করে তৈরি করা গহনা ও জমানো টাকা নিয়ে গিয়েছে।" অভিযোগ পেয়ে এদিন বিকেলে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বনগাঁ থানার পুলিশ।

নতুন পদ্ধতিতে ট্রাক বুকিং চাল

প্রথমপাতার পর...

এ বিষয়ে বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল বলেন, "তৃণমূল সরকার বনগাঁর অর্থনীতি এক্সপোর্ট ইমপোর্ট এর উপর দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাকচালকদের কথায় যুক্তি আছে। সরকারের অবশ্যই ভাবা উচিত।"

এ বিষয়ে বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা গোপাল শেঠ বলেন, "নতুন নিয়মে যানজট কমবে। আমদানি রপ্তানি ব্যবসার ক্ষেত্রেও অনেক সুবিধা হবে। বনগাঁ ট্রান্সপোর্টার ট্রাক চালকদের যদি কোন দাবিদাওয়া থাকে সেটা লিখিত আকারে জানাক। অবশ্যই সরকার তা ভাববে।"

বাংলা নাটকের প্রতি অনুরক্ত মার্কিন ছাত্রী ভিক্টোরিয়া

সংবাদদাতাঃ ভিক্টোরিয়া স্টেওয়ার্ট আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান স্টাডিজের স্টুডেন্ট। যে' ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাষা' নিয়ে পড়তে এসে এখানকার বাংলা থিয়েটারের প্রতি আকৃষ্ট হন, ভিক্টোরিয়াকে কলকাতা আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান স্টাডিজের হয়ে গাইড করছেন থিয়েটার কর্মী শ্রীজিতা ঘোষ। শ্রীজিতা ঘোষ অভিনীত' বিদ্যার সাগরেরা' নাটকটি দেখে বাংলা নাটকের প্রতি অনুপ্রানিত হয়ে কলকাতার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব এবং চেতনা গ্রুপ থিয়েটারের পরিচালক সজন মুখোপাধ্যায় (নীল) এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মার্কিন ছাত্রী ভিক্টোরিয়া, চেতনা গ্রুপ থিয়েটারের নবতম প্রযোজনা 'গোপাল উড়ে এ্যান্ড কোং' নাটকটি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হল, সেই সঙ্গে আরো কাছ থেকে নাটকের সমস্তটা জানতে এবং বুঝতে নাট্যদলের মহড়া কক্ষে যান। মোট কথা, বাংলা ভাষা ও বাংলা থিয়েটার যেভাবে ভিক্টোরিয়াকে উদ্বুদ্ধ করেছে, তার দ্বারা সহজেই অনুমেয় যে বিশ্বমঞ্চে ও বিশ্বমানচিত্রের নিরিখে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অভিনবত্ব ও তার গুরুত্ব যথেষ্ট। এ ধরনের নিদর্শন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আরো একবার নয় বারবার ভালোবাসতে শেখাবে সমস্ত বঙ্গভাষীকে।

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ, পলাতক অভিযুক্ত

প্রতিনিধি : বছর ষোলোর এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল পাশের গ্রামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। গাইঘাটা থানার রাজাপুর এলাকার ঘটনা। নাবালিকা ও তার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নাবালিকার বাবা ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। মেয়ে রাজাপুর এলাকায় বাড়িতে থাকতেন। সোমবার সন্ধ্যায় অসুস্থ মায়ের জন্য ওষুধ আনতে স্থানীয় বাজারে গিয়েছিল নাবালিকা। অভিযোগ, ওষুধ নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় তাঁকে রাস্তা থেকে জোর করে তুলে নিয়ে পাশের পাট ক্ষেতের মধ্যে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। তার বুকে লাথি মেরে অজ্ঞান করে ধর্ষণ করে। রাতে নাবালিকা বাড়ি ফিরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। মায়ের কাছে ঘটনার কথা খুলে বলতেই মঙ্গলবার সকালে গাইঘাটা থানার দারস্থ হয় পরিবার। খবর পেয়ে বুধবার সকালে ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রামপদ দাস। তিনি বলেন "দোষীকে পুলিশের গ্রেফতার করতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।" এ বিষয়ে গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, তৃণমূল নেতা গোবিন্দ দাস বলেন, "আমরাও চাই যদি কেউ দোষ করে থাকে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে শাস্তির ব্যবস্থা করুন।"পুলিশ অভিযুক্তর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

প্রেমিকের মৃত্যু, প্রেমিকার মা-কে মারধর, বাড়ি ভাঙচুর

প্রতিনিধি : যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ালো বনগাঁ থানার রামকৃষ্ণ পল্লী এলাকায়। উত্তেজিত জনতা যুবকের প্রেমিকার বাড়িতে চড়াও হয়ে তার মাকে বেধড়ক পেটালেন। পোশাক ও চুল ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁদের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালাল উত্তেজিত জনতা। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বুধবার সকালের ঘটনা। দু পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ জানিয়েছে ,মৃত যুবকের নাম রাকেশ সাহা (২৮)। একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত। এদিন সকালে মৃত যুবকের বন্ধুরা খেলতে যাবে বলে ডাকাডাকি শুরু করেন। সাড়া না পেয়ে পরিবারের লোকজনকে জানানো হয়। এরপর দরজা ভেঙে ঢুকে তারা দেখেন আড়ার সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে আছে সে। দ্রুত উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক তাঁকে বলে ঘোষণা করেন। এরপরে এলাকার মানুষ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তাদের অভিযোগ, যুবকের প্রেমিকা ও তার মায়ের জন্যই যুবক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। এরপরই এলাকার মহিলা পুরুষ দল বেঁধে প্রেমিকার বাড়িতে চড়াও হয়। ঘর থেকে প্রেমিকার মাকে বের করে এনে মারধর করা হয়। ঘরে থাকা আলমারি ফ্রিজ ড্রেসিং টেবিল শোকেস সহ যাবতীয় জিনিসপত্র ভেঙে দুমড়ে মুছড়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও প্রেমিকার মা শম্পা ভট্টাচার্য বলেন, গত রবিবার আমি জানতে পেরেছি রাকেশের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক ছিল। রাকেশকে নিষেধ করেছিলাম মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে। কারণ, একই পাড়ায় আমি মেয়েকে বিয়ে দিতে চাই না।" রাকেশের পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন, "৬ মাস ধরে ওই মেয়েটির সঙ্গে রাকেশের সম্পর্ক ছিল। ওরা একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করত। কয়েকদিন ধরে মনমরা ছিল। এই মৃত্যুর পিছনে ওর প্রেমিকার মায়ের ভূমিকা রয়েছে। পুলিশের কাছে ঘটনার তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। প্রহৃত মহিলা থানায় পাল্টা অভিযোগ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, "রাকেশের মৃত্যুর ঘটনায় তাদের কোন ভূমিকা নেই।

রাষ্ট্রপতি পদে দ্রৌপদী মূর্মুর জয়ে মন্ডলপাড়ায় বি জে পির বিজয় মিছিল

সমাচারঃ ২১ জুলাই রাতে দেশের ১৫ তম রাষ্ট্রপতি পদে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন এন ডি এ প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুর বিপুল ভোটে জয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সারা দেশেই বিজেপির কর্মী সমর্থকগণ আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন। গাইঘাটার মন্ডলপাড়ার বিজেপি নেতৃত্ব প্রসেনজিৎ মন্ডল জানান, রাষ্ট্রপতি পদে দলীয় প্রার্থীর বিপুল ভোটে জয়ের সংবাদে দলীয় কর্মীগণ উল্লাসে মেতে ওঠেন। দলীয় নেতা- কর্মীগন রাতেই বিজয় মিছিল বের করেন। মিছিল জাতীয় সড়ক যশোর রোড হয়ে মন্ডল পাড়া বাজার এলেকা পারিক্রমা করে ।

চাঁদপাড়া মন্ডলের বিজেপি নেতা প্রণব সরকার জানান, তাঁরা শুক্রবার অপরাহ্নে চাঁদপাড়া বাজার বাসষ্ট্যান্ড চত্বরে রাষ্ট্রপতি পদে দলীয় প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুর বিশাল জয়ের আনন্দে বিজয় মিছিল ও সভা করবেন।

নৃত্য শিল্পী সুজিত কর্মকারের বেঙ্গল এক্সসেলেন্স এ্যাওয়ার্ড লাভ

নীরেশ ভৌমিকঃ প্রেস ক্লাব অফ আসানসোল মেগাসিটির দুর্গাপুরের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বেঙ্গল এক্সসেলেন্স এওয়ার্ড -২০২২(মিজন এইট) এ ৭০ জন

গুণী ব্যক্তিকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। অভিনেতা, সংগীত ও নৃত্য শিল্পী, শিক্ষক, চিকিৎসক, পরিচালক, সমাজ-সেবি, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুণী ব্যক্তিগণকে প্রতিবছরই এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। এবছর হাবড়ার বাণীপুরের বিশিষ্ট ক্লাসিক্যাল ও সৃজনশীল নৃত্যশিল্পী সুজিত কর্মকারকে বেঙ্গল এক্সসেলেন্স এওয়ার্ড - ২০২২ এ সম্মানিত করা হয়। প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী সুজিত বাবু এই সম্মান লাভের উপযুক্ত বলে মন্তব্য করেন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা সঞ্জয় সিংহ। উদ্যোক্তারা জানালেন, আগামী বছর কলকাতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

শিক্ষককে মারধরের ঘটনার পর ২ দিন কাটলেও অভিযুক্ত অধরা, আতঙ্কের ছাপ শিক্ষকের চোখে

প্রতিনিধি : প্রধান শিক্ষককে মারধরের ঘটনার দুদিন কেটে গেলেও এখনো অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়নি। আতঙ্কের ছাপ বাগদার পাটকেলপোতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রহৃত প্রধান শিক্ষক সুকুমার সরদারের চোখে মুখে। শিক্ষক জানিয়েছেন, "সুস্থ হয়ে স্কুল যাবেন। কিন্তু প্রশাসন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেই তার পর যাবেন। এদিন শিক্ষকের বাড়ি থেকে দেখা গেল— তিনি স্তম্ভিত হয়ে ঘরে বসে রয়েছেন। চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। তিনি বলেন, স্কুলের এলাকা থেকে অনেক অভিভাবকরা ফোন করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। স্কুল কমিটির এক সদস্য ফোন করে তাকে বলেছেন এসব না করলেই পারতেন। কথা বলে বসে সমস্যার সমাধান করা যেত। প্রধান শিক্ষককে মারধরের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষক সমাজ। শিক্ষক পীযুষকান্তি সাহা বলেন, "পুলিশ বলছে আসামি পলাতক। বাস্তবে সত্যিই পলাতক কিনা জানা নেই। স্কুল চত্বরে শিক্ষক নিগ্রহ। এটা মেনে নেওয়া যায় না। দোষীকে দ্রুত গ্রেফতার করা উচিত এবং এমন ঘটনা যেন আর না ঘটে দাবি জানাবো প্রশাসনের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত আশরাফুল মন্ডলের খোঁজ চলছে ও সে পলাতক। স্কুল ভবন তৈরির জন্য সরকারি অর্থ অনুমোদনের টাকায় ভবন তৈরির কাজ চলছে বাগদার পাটকেলপোতা প্রাথমিক স্কুলে। অভিযোগ, ওই টাকা থেকে প্রধান শিক্ষককে কাট মানি দিতে হবে। তা না দেওয়ায় প্রধান শিক্ষককে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠে এক যুব তৃণমূল নেতার অনুগামির বিরুদ্ধে। প্রহৃত সুকুমার বাবু বিষয়টি ব্লক প্রশাসন, স্কুল শিক্ষা দপ্তর ও বাগদা থানায় জানিয়েছেন। প্রধান শিক্ষক জানিয়েছিলেন, আশরাফুল আষাঢ়ু গ্রাম পঞ্চায়েতের যুব তৃণমূল সভাপতি গিয়াসউদ্দিন মন্ডলের ঘনিষ্ঠ। আশরাফুল আমার কাছে ১০ হাজার টাকা কাটমানি চেয়েছিল। সেটা দেওয়া হয়নি বলেই আমাকে মারধর করা হয়েছে যুব সভাপতি গিয়াস উদ্দিনের মদতে। সোমবার দুপুর ৩ টা ৪০ নাগাদ আমরা স্কুল বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলাম। তখনই আশরাফুল এসে আমাকে গালিগালাজ করে মারতে শুরু করে। রাস্তায় ফেলে লাথি মারা হয়। সহ শিক্ষকরা আমাকে উদ্ধার করে বাগদা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান।

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি Doli Adhya পিতা- Sahadeb Adhya, গ্রাম ঃ মণ্ডলপাড়া, পো ঃ মতুয়াধাম, থানা- গাইঘাটা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, ঘোষণা করছি যে, আমার কতিপয় কেভিপি সার্টিফিকেট, ক্রমিক নং- 69AB 375110, 69AB 375109, 10CE 918863, 62BC 524764, 69AB 376111 -এ আমার নাম ভুলবশত Shefali Audhya লেখা হয়েছে এবং আমার ভোটার পরিচয়পত্র, ক্রমিক নং- WB/13/086/321146, আধার নং- 3406 5325 0749, প্যান নং- DIEPA1235C, পোষ্ট অফিস সেভিং বুক, ক্রমিক নং- 010012995497-এ আমার নাম Doli Adhya লেখা হয়েছে। গত ০৫/০৭/২০২২ তারিখে বনগাঁ প্রথম শ্রেণির কার্যনির্বাহী সমাহর্তার আদালতে 7305, তারিখ- 05/07/2022 নম্বর এফিডেভিট মারফৎ তা সংশোধন করে আমি Doli Adhya নামে পরিচিত হলাম।

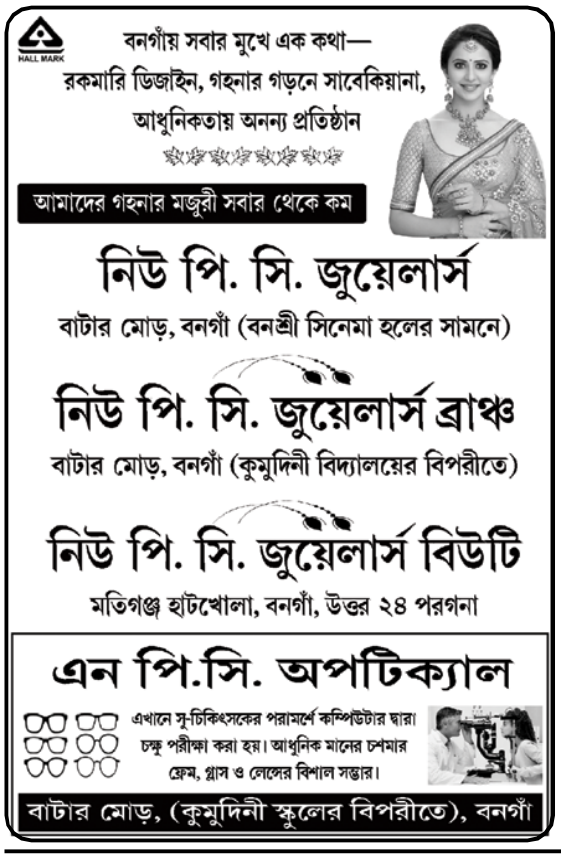

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।
UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Editor- Utpal Mallick**